<u>লাউ চাষের বিস্তারিত</u>

<u>**জাতের বিবরণ**</u>

জাতের নাম : বারি লাউ ১

জনপ্রিয় নাম : নাই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট

গড় জীবনকাল (দিন): ১৪৫

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : ফল হালকা সবুজ। লম্বা ১৫ -১৮ ইঞ্চি ।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিস্ট্য : ফলের গড় ওজন ১.৫-২.০ কেজি। গাছে গড়ে ১০-১২টি ফল ধরে। চারা রোপণে ৬০-৭০দিনের মধ্যে প্রথম ফল তোলা যায় ।লাউ ২-৩ দিন পর পর তুলতে হয় ।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৭৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৭৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৬০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪০-৪২ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩ - ৪ গ্রাম

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ২০১৭

জাতের নাম : বারি লাউ ২

জনপ্রিয় নাম : নাই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট

গড় জীবনকাল (দিন): ১৪০-১৫০

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : হালকা সবুজ । চাল কুমড়ার মতো।লম্বা ৭-৮ ইঞ্চি ।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিস্ট্য : ফলের গড় ওজন ১.৫ কেজি। গাছে গড়ে ১৫ -২০ টি ফল ধরে। চারা রোপণে ৬৫ -৭৫ দিনের মধ্য প্রথম ফল তোলা যায় । কচি লাউ তোলা হলে ফল ফলন বেড়ে যায়। লাউ ২-৩ দিন পর পর তুলতে হ।য় ।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৭৮.৭

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৭৮.৭

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮০ ২০০ কেজি

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : রবিঃ ৪৫-৫০ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.৫ - ৪ গ্রাম বীজ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ২০১৭

জাতের নাম : বারি লাউ ৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট

গড় জীবনকাল (দিন): ১৩০-১৫০

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : সবুজ রঙের ফলে সাদাটে দাগ রয়েছে

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য : পাতা সবুজ ও নরম।পুরুষ ও স্ত্রী ফুল যথাক্রমে ৪০-৪৫ দিন ও ৬০-৬৫ দিনেমধ্য ফোটে। ফুল হালকা সবুজ।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৭৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৭৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০০ ২৫০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.৫ - ৪ গ্রাম বীজ

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উঁচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : বেলে , দোআঁশ , বেলে-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট , ২০১৭

জাতের নাম : বারি লাউ ৪

জনপ্রিয় নাম : নাই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট

গড় জীবনকাল (দিন): ১৪৫

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : মেটে খয়েরী রঙের খোসা শক্ত

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিস্ট্য : গাঢ় সবুজ রঙের লম্বাটে ফলে সাদাটে দাগ, লম্বায় ১৭ -১৮ ইঞ্চি, বেড়ে ৫-৭ ইঞ্চি । ।গাছে গড় ফল ১২ - ১৫টি। ফলের গড় ওজন ২.৫ কেজি ।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৭৮.৭

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৭৮.৭

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০০ ২৪০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫০-৬০ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.৫ - ৪ গ্রাম বীজ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট,২০১৭

জাতের নাম : বারি সীতা লাউ -১

জনপ্রিয় নাম : সীতা লাউ

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : মেটে খয়েরী রঙের খোসা শক্ত

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিস্ট্য : লম্বা লম্বি ৪ শিরা বিশিষ্ট । ফলের ত্বক হালকা সবুজ ও মসৃণ।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৭৮.৭

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৭৮.৭

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২১০ ২৪০ কেজি

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫৫-৬০ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.৫ - ৪ গ্রাম বীজ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট,২০১৭

জাতের নাম : গ্রীন সুপার(ব্রাক সীড)

জনপ্রিয় নাম : নাই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : ব্রাক

গড় জীবনকাল (দিন): ১২০-১৪০

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিস্ট্য : হালকা সবুজ ।সাদাদাগ যুক্ত , বেলুন আকার। ৮-১৫ ইঞ্চি লম্বা, গড় ওজন ২.৫-৩ কেজি ।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৭৮.৭

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৭৮.৭

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০০ ২৪০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : রবিঃ ৬০ খরিফঃ৫০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.৫ - ৪ গ্রাম বীজ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

তথ্যের উৎস : সীড ক্যাটালগ, ব্রাক সীড কোম্পানি লিমিটেড ।

<u>পোকামাকড়ের আক্রমন ও প্রতিকার</u>

পোকার নাম : সুড়ঙ্গকারী পোকা

পোকা চেনার উপায় : লম্বাটে, কালচে কিংবা সাদাটে

ক্ষতির ধরণ : ছোট কীড়া পাতার সবুজ অংশ সুড়ঙ্গ করে খেয়ে সুতার মতো আঁকা বাঁকা রেখা দাগ করে ফেলে। বেশি হলে পাতা শুকিয়ে মারা যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা : সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অন্যান্য : : আক্রান্ত পাতা তুলে নষ্ট বা পুড়িয়ে ফেলুন। হলুদ আঠালো ফাঁদ বসান।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট

পোকার নাম : থ্রিপস

পোকা চেনার উপায় : লম্বাটে, ধুসর, ছোট

ক্ষতির ধরণ : কচি পাতা,ডগার রস খেয়ে দুর্বল করে ফেলে। ফুল ও কচি ফল চুষে দাগ ফেলে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ডগা , কচি পাতা , ফল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : ফেজ -১ , সব , পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অন্যান্য : : সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট

পোকার নাম : জাব পোকা

পোকা চেনার উপায় : খুব ছোট সবুজাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট

ক্ষতির ধরণ : পাতা, ফুল ও কচি ফলের রস চুষে খায়।তাছাড়া এই পোকা হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

আক্রমণের পর্যায় : চারা , পূর্ণ বয়স্ক , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল , ফুল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা : সাদা রং এর আঠালো ফাদ ব্যবহার করুন।আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অন্যান্য : : সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট

পোকার নাম : রেড পামকিন বিটল

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : লাল, ছোট, ডিম্বাকার আকৃতির

ক্ষতির ধরণ : পাকা ঝাঝড়া করে ফেলে। আক্রমণ বেশি হলে চারা গাছেভ আগা, ফুল ও কচি ফল আক্রান্ত হয়।

আক্রমণের পর্যায় : চারা , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

পোকামাকড় জীবনকাল : পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা , ফল , ফুল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা : সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অন্যান্য : : ১ কেজি মেহগনি বীজ কুঁচি করে ৫ লিটার পানিতে ৪-৫ দিন ভিজিয়ে ছেঁকে ২০ গ্রাম সাবানের গ্যাড়া ও ৫ গ্রাম সোহাগা মিশিয়ে ২০ মিনিট ফুটিয়ে শীতল করে ৫ গুণ পানিতে গুলে স্প্রে করুন ।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-১ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট।

পোকার নাম : লাউয়ের মাছি পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : মাঝারি সাইজের

ক্ষতির ধরণ : ১। স্ত্রী মাছি ফলের সাধারণত নিচের দিকে চামড়া/খোসা ছিদ্র করে ভিতরে ডিম পাড়ে এবং (ক) পানির মতো কষ বেড় হয়, পরে শুকিয়ে বা বাদামি আঠা হয়ে জমে থাকে।(খ) এখান থেকে জীবাণু দিয়ে পচন শুরু হলে ধুসর / কালো দাগ ছড়িয়ে পড়ে। (গ) কীড়ার কালো মল দেখা যেতে পারে । (ঘ) ধীরে ধীরে ফল পচতে থাকে। (ঙ) কচি ফল লাল হয়ে ঝরে পড়ে। বাড়ন্ত ফল বিকৃতি আকার ধারণ করে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায় , ফলের বাড়ন্ত পর্যায় , ফল পরিপক্ব

পূর্বপ্রস্তুতি : ফেরোমেন ফাঁদ(১০ শতাংশে৩টি হারে) / এর অভাবে প্লাস্টিকের বোতলে জানালা কেটে তাতে একটু স্পশ বিষ মিশানো আম বা খেজুরের রস ভরা ফাঁদ / কুমড়া বা লাউ এর টোপ/ কাঁঠলের বোথা মাচার সোয়া হাত অপ্রে , ১২ মিটার পর পর ব্যবহার এবং ফল তুলে ভিতরের কীড়া মেরে ফেলুন। ফেরোমেন ফাঁদ/ কুমড়া / লাউ এর টোপ/ ঠিক মতো আছে কি না বা সময় মতো বদলতে নিয়মিত ফসল পর্যবেক্ষণ করুন।

পোকামাকড় জীবনকাল : লার্ভা , পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ফল , ফুল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা : সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অন্যান্য : : ফেরোমেন ফাঁদ (১০ শতাংশে ৩টি হারে) /বিষটোপ ব্যবহার করুন। ঠিক মতো আছে কি না বা সময় মতো বদলতে নিয়মিত ফসল পর্যবেক্ষণ করুন।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-১ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট।

রোগবালাই ও ব্যবস্থাপনা

রোগের নাম : লাউয়ের ব্লোজম এন্ড রট রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : "আক্রান্ত গাছে প্রথমে কচি লাউয়ের নিচের দিকে পঁচন দেখা দেয়। ধীরে ধীরে পুরো ফলটিই পঁচে যায় । সাধারণত আম্লীয় মাটিতে বা ক্যালসিয়ামের অভাব আছে এমন জমিতে এ রোগ দেখা যায়। বি. দ্র. অনেক সময় ফলের মাছি পোকার আক্রমণেও এরকম পঁচন দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে আক্রান্ত ফলটি কাটলে কীড়া দেখতে পাওয়া যায়।"

পূর্বপ্রস্তুতি : অম্লীয় বা লাল মাটির ক্ষেত্রে জমিতে শতাংশ প্রতি চার কেজি হারে ডলোচুন প্রয়োগ করুন। মাটি পরীক্ষা করে জমিতে সুষম সার ব্যবহার করুন। একই জমিতে বার বার একই সবজি আবাদ করবেন না

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা : ১. ক্ষেতে পরিমিত সেচ দেয়া । ২. গর্ত বা পিট প্রতি ৫০ থেকে ৮০ গ্রাম জিপসাম সার প্রয়োগ করা ।

অন্যান্য : আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন । ক্ষেতে পরিমিত সেচ দিন ।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান

রোগের নাম : লাউয়ের পাতায় দাগ রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : আক্রান্ত পাতায় গায়েচোখের মতো হলদে থেকে বাদামী রঙের ছোট ছোট দাগ দেখা যায়। ধীরে ধীরে একাধিক দাগ একত্রিত হয়ে বড় দাগ হয় পাতায় ছড়িয়ে পড়ে এবং পাতা পুড়ে যাওয়ার মত হয় ।

পূর্বপ্রস্তুতি : বীজ শোধন করা করে নিবেন। সুস্থ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করুন ।ফসল সংগ্রহের পর পরিত্যাক্ত অংশ ধ্বংস করুন ।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা : রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অন্যান্য : আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে ধ্বংস করা । আক্রান্ত পাতা ও ডগা অপসারণ করে মাটিতে পুতে ফেলা বা পুড়ে ফেলা

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান

রোগের নাম : স্ক্যাব রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পাতা, কান্ড ও লাউয়ের গায়ে ক্ষত দেখা যায় । গাছের পাতা শুকিয়ে যায়।

পূর্বপ্রস্তুতি : আগাম বীজ বপন করুন। সুষম সার ব্যবহার করুন। রোগ প্রতিরোধী জাত যেমন: বারি লাউ চাষ করুন। আক্রান্ত জমিতে অন্তত ২ বছর অন্য ফসল চাষ করুন।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা : ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমনঃ রিডোমিল গোল্ড ১০ লিটার পানিতে ২০ গ্রাম মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে যেতে পারে। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সবজি বিষাক্ত থাকবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অন্যান্য : ক্ষেতে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকতে হবে।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান

রোগের নাম : নেতিয়ে পড়া রোগ

রোগের কারণ : ব্যাকটেরিয়া

ক্ষতির ধরণ : এ রোগ হলে গাছের পাতা হলদে হয়ে শুকিয়ে যায়, ধীরে ধীরে গাছ ঢলে পড়ে এবং মারা যায়।

পূর্বপ্রস্তুতি : পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ। জমি শোধন ও বীজ শোধন করে নেবেন। চারা গজানোর পর অতিরিক্ত সেচ না দেওয়া যাবে না। একই জমিতে পর পর বার বার লাউ চাষ করবেন না।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা , শিকড়

ব্যবস্থাপনা : কপার অক্সিক্লোরাইট জাতীয় (কুপ্রাভিট ৪০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন অথবা খৈলের সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সবজি বিষাক্ত থাকবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অন্যান্য : আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে ধ্বংশ করা বা পুড়ে ফেলা। • ফসল সংগ্রহের পর পুরাতন গাছ ও আবর্জনা আগুনে পুড়িয়ে দিন।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান

রোগের নাম : ডাউনি মিলডিউ রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : বয়স্ক পাতায় এ রোগ প্রথম দেখা যায়। আক্রান্ত পাতার গায়ে সাদা বা হলদে থেকে বাদামী রঙের দাগ দেখা যায়। ধীরে ধীরে অন্যান্য পাতায় ছড়িয়ে পড়ে ।

পূর্বপ্রস্তুতি : ১. আগাম বীজ বপন করুন ২. সুষম সার ব্যবহার করুন ৩. রোগ প্রতিরোধী জাত যেমন: বারি লাউ চাষ করুন

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা : ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমনঃ রিডোমিল গোল্ড ১০ লিটার পানিতে ২০ গ্রাম মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে যেতে পারে। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সবজি বিষাক্ত থাকবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অন্যান্য : আক্রান্ত গাছের পরিত্যক্ত অংশ সংগ্রহ করে নষ্ট করা ।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান

রোগের নাম : পাউডারি মিলডিউ রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : ।পাতা ও গাছের গায়ে সাদা পাউডারের মত দাগ দেখা যায়, যা ধীরে ধীরে সমস্ত পাতায় ছড়িয়ে পড়ে । আক্রান্ত বেশী হলে পাতা হলুদ বা কালো হয়ে মারা যায় ।

পূর্বপ্রস্তুতি : আগাম বীজ বপন করতে পারেন । সুষম সার ব্যবহার করুন । রোগ প্রতিরোধী জাত যেমনঃ বারি লাউ -৩।,৪ চাষ করুন। আক্রান্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করবেন না

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা : সালফার জাতীয় ছত্রাক নাশক (যেমন কুমুলাস ৪০ গ্রাম বা গেইভেট বা মনোভিট ২০ গ্রাম) অথবা কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন: গোল্ডাজিম ৫ মিলিটার বা এমকোজিম বা কিউবি বা কমপ্যানিয়ন ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পরপর আক্রমণের শুরু থেকে মোট ২-৩ বার প্রয়োগ করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অন্যান্য : আক্রান্ত গাছের পরিত্যক্ত অংশ সংগ্রহ করে নষ্ট করা ।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান

রোগের নাম : এনথ্রাকনোজ/ফল পচা রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পাতায় গোলাকার দাগ দেখা যায়। কুয়াশায় পাতার পচন লক্ষ করা যায়। বীজ ফল পাকার কিছু দিন আগেই ফলে এর লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রথমে ছোট কালো দাগ, এর মাঝটুকু সামান্য উচু হয়। দাগ বেড়ে সম্পূর্ণ ফলে কালো ছোপ ছোপ দাগ হেয়ে ফল পচে যায়।

পূর্বপ্রস্তুতি : রোগমুক্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করুন। নিবিড় পর্যবেক্ষণ জরুরী। পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করুন, সুষম সার ব্যবহার করুন।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা : রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অন্যান্য : ফল পুরাপুরি না পাকিয়ে জমি থেকে তোলা শুরু করবেন।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান

রোগের নাম : মোজাইক ভাইরাস রোগ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ভাইরাস

ক্ষতির ধরণ : চারা বা বাড়ন্ত গাছের পাতায় হলুদ ও গাঢ় সবুজ ছোপ ছোপ মোজাইক করা পাতা দেখা দেয়।

পূর্বপ্রস্তুতি : রোগমুক্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহসহ জমি নিবিড় পর্যবেক্ষণ করে জাব পোকা ,শোষক পোকা ও জেসিড পাশের জমি বা এ ফসলে আসে কি না তা জেনে ব্যবস্থা নিন ।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা : "জমিতে সাদা মাছি দেখা গেলে (বাহক পোকা) ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ১০ মি.লি. ২ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।"

অন্যান্য : জমি থেকে আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলা/ডাল কেটে দেয়া

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান

বীজতলা প্রস্তুতকরণ: বোনা/ রোপণঃ কাগজের ঠোঙ্গায় /সছিদ্র প্রায় ৮ × ১২ সেমি আকারের পলি ব্যাগে সম হারে দোঁআশ মাটি ও আর্বজনা/গোবর /জৈব সার মিশিয়ে কিছু ইউরিয়া গোলা পানি তাতে ছিটিয়ে দিন। এর সপ্তাহখানিক পরে কচুরিপানা পচানো প্রতি মাদায় ৩-৪টি বীজ১ - ২ ইঞ্চি গভীরে পুঁতে ঢেকে দিন।

বীজতলা পরিচর্চা : " লাউ চারা বেডে বা পলিব্যাগে উৎপাদন করে নেয়া যায়। এজন্য আলো বাতাস স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায় এমন জায়গায় ৮-১০ ইঞ্চি উঁচু বেড করে নিতে হবে। বেডের উপর ১৩ ফুট X ১৭ ফুট আকৃতির ছাউনি তৈরি করা যেতে পারে । ছাউনির কিনারা বরাবর মাটি হতে ঘরের উচ্চতা হবে ২ ফুট এবং মাটি হতে ঘরের মধ্যভাগের উচ্চতা হবে প্রায় ৬ ফুট।চারা রোপণের জন্য বেডের উচ্চতা হবে ৮-১০ ইঞ্চি। বেডের প্রস্থ হবে ৮ ফুট এবং লম্বায় সুবিধামত জমির দৈর্ঘ্য অনুসারে নিতে হবে। এভাবে পরপর বেড তৈরি করতে হবে। এরুপ পাশাপাশি দুইটি বেডের (১ম ও ২য় টির) মাঝখানে ২ ফুট প্রশস্থ সেচ নালা থাকবে এবং পরে (২য় ও ৩য় টির) দুবেডের মাঝখানে ১ ফুট প্রশস্থ শুধু নিকাশ নালা থাকবে। মাদার ব্যাস ২০-২২ ইঞ্চি, গভীর ২০-২২ ইঞ্চি এবং তলদেশ ১৮-২০ ইঞ্চি হবে। বেডের যে দিকে ২৪ ইঞ্চি প্রশস্থ সেচ নালা থাকবে সেদিকে বেডের কিনারা হইতে ২৪ ইঞ্চি বাদ দিয়ে মাদার কেন্দ্র ধরে ৭৮ ইঞ্চি অন্তর অন্তর এক লাইনে মাদা তৈরি করতে হবে। একটি বেডের যে কিনারা থেকে ২ ফুট বাদ দেয়া হবে, উহার পার্শবর্তী বেডের ঠিক একই কিনারা থেকে ২৪ ইঞ্চি বাদ দিয়ে মাদার কেন্দ্র ধরে অনুরুপ নিয়মে মাদা করতে হবে।"

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

চাষপদ্ধতি :

লাউ চারা বেডে বা পলিব্যাগে উৎপাদন করে নেয়া যায়। এজন্য আলো বাতাস স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায় এমন জায়গায় ৮-১০ ইঞ্চি উঁচু বেড করে নিতে হবে। বেডের উপর ১৩ ফুট X ১৭ ফুট আকৃতির ছাউনি তৈরি করা যেতে পারে । ছাউনির কিনারা বরাবর মাটি হতে ঘরের উচ্চতা হবে ২ ফুট এবং মাটি হতে ঘরের মধ্যভাগের উচ্চতা হবে প্রায় ৬ ফুট।চারা রোপণের জন্য বেডের উচ্চতা হবে ৮-১০ ইঞ্চি। বেডের প্রস্থ হবে ৮ ফুট এবং লম্বায় সুবিধামত জমির দৈর্ঘ্য অনুসারে নিতে হবে। এভাবে পরপর বেড তৈরি করতে হবে। এরুপ পাশাপাশি দুইটি বেডের (১ম ও ২য় টির) মাঝখানে ২ ফুট প্রশস্থ সেচ নালা থাকবে এবং পরে (২য় ও ৩য় টির) দুবেডের মাঝখানে ১ ফুট প্রশস্থ শুধু নিকাশ নালা থাকবে। মাদার ব্যাস ২০-২২ ইঞ্চি, গভীর ২০-২২ ইঞ্চি এবং তলদেশ ১৮-২০ ইঞ্চি হবে। বেডের যে দিকে ২৪ ইঞ্চি প্রশস্থ সেচ নালা থাকবে সেদিকে বেডের কিনারা হইতে ২৪ ইঞ্চি বাদ দিয়ে মাদার কেন্দ্র ধরে ৭৮ ইঞ্চি অন্তর অন্তর এক লাইনে মাদা তৈরি করতে হবে। একটি বেডের যে কিনারা থেকে ২ ফুট বাদ দেয়া হবে, উহার পার্শবর্তী বেডের ঠিক একই কিনারা থেকে ২৪ ইঞ্চি বাদ দিয়ে মাদার কেন্দ্র ধরে অনুরুপ নিয়মে মাদা করতে হবে।

<u>সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি:</u>

লাউ ফসল পানির প্রতি খুবই সংবেদনশীল। প্রয়োজনীয় পানির অভাব হলে ফল ধারন ব্যাহত হবে এবং যেসব ফল ধরেছে সেগুলো আস্তে আস্তে ঝড়ে যাবে। লাউয়ের সমস্ত জমি ভিজিয়ে প্লাবন সেচ দেওয়া যাবে না। শুধুমাত্র সেচ নালায় পানি দিয়ে আটকে রাখলে গাছ পানি টেনে নিবে। প্রয়োজনে সেচ নালা হতে ছোট কোন পাত্র দিয়ে কিছু পানি গাছের গোড়ায় সেচ দেওয়া যায়। শুষ্ক মৌসুমে লাউ ফসলে ৫-৭ দিন অন্তর সেচ দেয়ার প্রয়োজন পড়ে।

<u>লবণাক্ত এলাকায় সেচ প্রযুক্তি</u>: কলসি দিয়ে ড্রিপ সেচ দিন ।কলসির নিচে ড্রিল মেশিন দিয়ে ছোট ছিদ্র করে তাতে পাটের আঁশ প্রবেশ করাতে হবে । কলসি মাদার মাঝখানে এমন ভাবে বসাতে হবে যেন ছিদ্র ও আঁশ মাটির নিচে থাকে । কলসির ছিদ্রের সাথে যুক্ত পাটের আঁশ আস্তে আস্তে গাছের গোঁড়ায় পানি সরবরাহ করবে । মাদা সবসময় ভিজা থাকবে ফলে লবনাক্ত পানি উপরে উঠে আসবেনা ।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযুক্ত কৃষি প্রযুক্তি , বি এ আর সি

<u>উপযুক্ত মাটি :</u> সাধারণত লোনা মাটি ছাড়া সব ধরণের মাটিতে লাউ গাছ হলেও উঁচু, উর্বর দৌয়াশ থেকে এঁটেল দৌয়াশ মাটি উত্তম।আশ্বিন কার্তিকের মাঝামাঝিতে বন্যার পানি নেমে যায় এমন জমিতেও লাউয়ের আবাদ করতে পারেন।

<u>ফসলের সার সুপারিশ :</u>

হেক্টর প্রতি পচা গবর ১০০০০ কেজি, ইউরিয়া – ৫০০ কেজি, টিএসপি- ৪০০ কেজি, পটাশ -৩০০ কেজি, বোরণ-২ কেজি । শতক প্রতি পচা গোবর বা কম্পোস্ট ৪০ কেজি, ইউরিয়া – ২ কেজি, টিএসপি- ১.৬ কেজি, পটাশ - ১.২ কেজি, বোরণ- ১০ গ্রাম ।

<u>সার প্রয়োগ পদ্ধতিঃ</u>
পিট তৈরি করার সময় সমুদয় গোবর, টিএসপি, বোরণ, অর্ধেক পটাশ এবং পাঁচ ভাগের এক ভাগ ইউরিয়া সার মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। সার মেশানের ১০-১৫ দিন পর জমিতে বীজ বপন করতে হয়। অবশিষ্ট ইউরিয়া ও পটাশ সার সমান চার'কিস্তিতে বছরব্যাপী উপরি প্রয়োগ করতে হয়।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

<u>আগাছাদমনঃ</u> সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা দমন করুন । চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে। প্রতি বর্গমিটারে রবি মৌসুমে ৫০-৬০ টি এবং খরিফ মৌসুমে ৪০-৫০ টি চারা রাখা উত্তম।

<u>আবহাওয়া ও দুর্যোগঃ</u> অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করে দিতে হবে । ঝর বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য খুঁটির সাথে বেধে দিন ।

<u>ফসল সংগ্রহ:</u> ফুল ফোটার ২৫- ৩০ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহ করা যায়।

<u>বীজ সংরক্ষণ:</u>

ঠান্ডা ও বাতাস চলাচল করা জায়গাতে ফল ঘষা বা চাপ খায় না এমন ভাবে সংরক্ষণ করুন। বীজ বেশিদিন সংরক্ষণ করতে চাইলে নিমের তেল মিশিয়ে রাখতে পারেন। কিছুদিন পর পর বীজ হালকা রোদে শুকিয়ে নিবেন।

<u>পুষ্টিমান :</u>

লাউয়ে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন-সি বেশি থাকে । এছাড়াও লাউয়ের অন্যান্য পুষ্টিগুন ও রয়েছে যেমন, খনিজ পদার্থ, আঁশ, খাদ্যশক্তি, আমিষ, ক্যালসিয়াম, লৌহ, ক্যারোটিন, ভিটামিন বি-২ ও শর্করা ইত্যাদি।